ঈশানকথা র সাহিত্য পত্র বিভাগে আমাদের প্রবীণ ও নবীন
উভয় প্রজন্মের কবি সাহিত্যিক দের সৃষ্টির সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা থাকবে।
এই সংখ্যার সাহিত্য পত্রে আমরা নিয়ে এলাম আমাদের ৭ নং কবিতার খাতা ...

'সুগন্ধি পখিলা' খ্যাত আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত কবি হীরেন ভট্টাচার্য।
আসামের লোকজ সমাজজীবন, সাঙস্কৃতিক ঐতিহ্য, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী,
সর্বোপরি নিপীড়িত মানুষের বেদনা ও দু:খের কথা, তাদের যুদ্ধের কথা
তিনি অসাধারণ পরিমিতিবোধের সঙ্গে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।
অসামান্য জনপ্রিয় প্রয়াত এই কবির বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে।
বাংলা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত ও হয়েছে।
ঈশানের ৭ নম্বর কবিতার খাতায় এবারের নিবেদন কবি হীরেন ভট্টাচার্যের একগুচ্ছ কবিতা ...
বরাক উপত্যকার আরেক জনপ্রিয় কবি 'সুজিত দাস' এর অনুবাদে ...

কবিতার খাতা - ৭
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

হীরেন ভট্টাচার্যর অসমীয়া কবিতা
বাংলা অনুবাদ - সুজিত দাস

Ishan Kotha

বোধের অক্ষর

(রচনাকাল ১৯৮৯)

আমাকে তোমার প্রেমিক করে নাও
কাতর শরীরে খেলুক বসন্ত বাতাস
প্রিয় শব্দ এসে আঘাত করুক কলিজায়
খুলে যাক বর্ণবোধের বন্দী অক্ষর
তাদের শরীরে
ঝলমল করে উঠুক উৎসবের সাজ
এসো তোমার গান শুনি, প্রেমের নির্জন গান।

নতুন পাঠ

(রচনাকাল ১৯৮৪)

কবিতা পড়ে ভুলতে পারি
ভুলতে পারি কিছু দু:খ, এমনকী গ্লানি।

কবিতা জীবনের অন্য বিষয়ে কুশল, অন্য প্রত্যাশা;
শব্দসঙ্ঘ ভেঙে ঝিলমিল
বনতুলসির উজাড় করে ঢেকে রাখা সুগন্ধি দীর্ঘ উপত্যকা।

সাহিত্য উৎসবের তিনদিন

(রচনাকাল ১৯৮৬)

শীতের ঋতু চলে গেল
আমার আর কবিতা হল না
শব্দ ও কবিতার কাছে আসার সময়
খুলে আসে
তার পোশাকী কাপড়

এবার
উৎসবের তিনদিন
আমিও তোমাদের সঙ্গে কাটাব
আনন্দে ট্রেনটিও থেমে যাবে
পনেরো মিনিট
এসো তরুণ কবিরা,
আরম্ভ করো তোমাদের কবিতা

দেশ ভেঙে আসছে মানুষ...

(C) IshanKotha

শস্য ই সত্য, তুমি শস্যের ই তুলনা

(রচনাকাল ১৯৮৭)

সময় বড় ই খরা
দপ করে বাতাসে জ্বলে ওঠে
আমার নি:শ্বাসের তলার গোপন বারুদঘর ;
এক কলম কালির শুকনো কবিতা।

শস্যবতী আমার, শস্য ই সত্য।
আমার অন্য কোনো গান বা কবিতা নেই,
তোমার সবুজ আঁচল ছুঁয়ে
আমার ছাই হয়ে যাওয়া গানের ওপারে
ভিড় করে উঠছে মেঘ।

শ্রাবণ বলেছে গাব কি গান ?

দলছুট মহিষের মতো কালো আকাশ
তোমার ই প্রশঙসায় আমার কলম উতলা...

তোমার গান শুনব,একটি দীর্ঘ গান

(রচনাকাল ২০০০)

আমার রক্তে বিলীন হয়ে আছে একটি আকাশ
আকাশভরা জ্যোৎস্না ও একফালি ঘাস।

কোনো এক জ্যোৎস্না রাতে
এই একফালি ঘাসে বসে আমি তোমার গান শুনব
একটি দীর্ঘ গান, দূর নক্ষত্রের আহ্বান।

আভোগ অন্তরায় খুলে দেবে তোমার
এক একটি সুরের সব অলঙ্কার

জ্যোৎস্নার আলোয় ধুয়ে দেবে আমার স্মৃতির অমলিন বীজ
আর তোমার উজ্জীবিত গান দুরূহ সুর ভেঙে
ছড়িয়ে যাবে দ্বিগবিদিক।

(C) Ishan Kotha

ভিন্ন ভিন্ন তিন পঙতি

(রচনাকাল ২০০৩)

১.
তুমি এগিয়ে দাও তোমার শ্যামল হাত
আমি শস্যের প্রতিমা গড়ব
২.
তুমি শস্যের দু'চোখে বয়ে আনো আমার কলঙ-কপিলি
গোধূলি বাতাসে ধুলাবালির ভেপসা গন্ধ...
৩.
কালো মেঘে ঢেকে গেছে
তুমি এগিয়ে যাও আমার ভরপুর রূপসী মাঠ...

লতা উঠে আসে

(রচনাকাল ২০০৫)

মা'র মুখের ভাষা আমার ঠোঁটে লতার মতো উঠে আসে
বাতাসে উড়ে আসা শস্যময় গন্ধ আমি যেন শুষে নিই
এক একটা সময় মানুষ প্রেমে বড় আকুল হয়ে পড়ে,
ভাষাই শুশ্রূষা করে মানুষের মন,ভাষার একটি চুম্বনে
সো সো শব্দে বয়ে আসে ভালোবাসার যমুনা...

(C) IshanKotha